দৈনিক খবর দৈনিক খবর

তারিখ 19 OCT 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

50

## শিবিরের সন্ত্রাসে বিপর্যস্ত প্রশাসন

# চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ভিসিকে হত্যার হুমকি ঃ বাসভবনে হামলা

– চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংবাদদাতা জানিয়েছেন ঃ ইসলামী ছাত্র শিবির কর্মীরা গতকাল সোমবার উপাচার্যের বাসভবনে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর করেছে। তারা উপাচার্যকে সপরিবারে হত্যার হুমকি দিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

শিবিরের প্রায় ৩০ জন সশস্ত্র কর্মী এ হামলা চালায় সকাল ১১টা দিকে। মূল ফটক ভেঙ্গে তারা ভিতরে প্রবেশ করে এবং ভবনের দরোজা-জানালা, আসবাবপত্র ইত্যাদি ভাঙচুর করেছে। উপাচার্যের একটি কার (নম্বর চট্ট মেট্রো-গ ২০১৩) ও একটি মাইক্রোবাস (নম্বর চ-০২-০১৩৩) এ

শেষ পৃষ্ঠায় ৪র্থ কলামে

## চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সময় ভাঙচুর করা হয়। তারা উপাচার্যের পরিবারের সদস্যদের সাথে অশোভন আচরণ করেছে। এছাড়া সেখানে কর্মরত কর্মচারীদের লাঞ্ছিত করা হয় এবং ভবন থেকে বের করে দেয়া হয়। শিবির কর্মীরা অবিলম্বে উপাচার্য পদত্যাগ না করলে তাকে সপরিবারে হত্যা করা হবে বলে হুমকি প্রদান করে।

ঘটনার সংবাদ পেয়ে ফ্যাকাল্টি থেকে একদল শিক্ষক উপাচার্য ভবনের দিকে রওনা হন। কিন্তু শিবির কর্মীদের প্রতিরোধের মুখে তারা ফিরে যেতে বাধ্য হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কটেগ্রাফার উপাচার্য ভবনের ছবি তুলতে যাবার পথে অনুরূপভাবে বাধার সম্মুখীন হন। তার দু'টি ক্যামেরা ছিনতাই

উপাচার্য ভবন এলাকার নিরাপত্তার দায়িত্বে ৭ জন পুলিশ নিয়োজিত রয়েছেন। ঘটনার সময় তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। উপাচার্য ও তার পরিবারবর্গ এবং ক্যাম্পাসের সাধারণ শিক্ষক কর্মচারীরা আতংকের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

### শিক্ষক সমিতির বিবৃতি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক ডঃ ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী এক বিবৃতিতে বলেছেনঃ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি গভীর ক্ষোভ ও উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে। যে, দীর্ঘদিন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি চিহ্নিত সন্ত্রাসী গোষ্ঠী তাদের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে অব্যাহত সন্ত্রাসের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক চরম নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এই গোষ্ঠীটি সাধারণ ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মচারীসহ উপাচার্য এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের নানাভাবে হয়রানি করে চলেছে। ইতিপূর্বে অত্যন্ত অমানবিকভাবে উপাচার্য এবং তাঁর পরিবারবর্গকে দীর্ঘ ১২ দিন গৃহবন্দী অবস্থায় রাখে এবং তাঁদের প্রাণনাশের হুমকি প্রদান করে। সাম্প্রতিক দিনগুলোতে এই গোষ্ঠীটি সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক নির্বাচন ও পদোন্নতি, নির্ধারিত সভা এবং সিন্ডিকেট, সিনেট ও অন্যান্য বিধিবদ্ধ পর্ষদের গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হতে দেয়নি।

গতকাল সোমবার তারা সশস্ত্র অবস্থায় জোরপূর্বক ফটক ভেঙ্গে উপাচার্যের বাসভবনে প্রবেশ করে তাঁর ড্রয়িং রুম ভাঙচুর করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ-২০১৩ ও চ-০২-০১৩৩ নম্বরের গাড়ী দু'টো সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করে এবং তাঁকে সপরিবারে হত্যার হুমকি দেয়। এসব সন্ত্রাসী ঘটনা উপাচার্য ভবনে কর্তব্যরত সরকারী নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতিতেই সংঘটিত হয়। সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চলাকালে তারা সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত ভূমিকা পালন করে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ বিরাজমান নৈরাজ্যজনক অবস্থা নিরসনে সরকারের রহস্যজনক নীরব ভূমিকা এই সন্ত্রাসীদের মদদ যুগিয়েছে এবং এর ফলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব আজ একেবারেই বিপন্ন হয়ে পড়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এই ঘটনাসমূহের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছে এবং অবিলম্বে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যে সরকারের নিকট জোর দাবী জানাচ্ছে। অন্যথায় যে কোন দুর্ঘটনার জন্যে সরকারকেই সম্পূর্ণরূপে দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে।